উম্মতের ঐক্য

Engr. Khandaker Marsus
Founder & Chairman, IOM
Founder & Managing Director,
Reliance High Tech Ltd.
Chairman, Reliance Technical Training Institute(RTTI)
BSc in EEE, RUET
MBA, India
Masters in IT.

উম্মতের ঐক্য
উলামায় কেরামের অভিমত

https://youtu.be/0kHz4dvEb3Q

ভিডিওটা কে কে দেখেছেন?
কার কার চোখের পানি বের হয়েছে?
কে কে ভিডিওটা শেয়ার করেছেন?

Assignment:
http://tiny.cc/dawahfiqr

তোমরা আল্লাহ রজ্জুকে শক্ত করে ধরো পৃথক হয়ো না

ঐক্য ফরজ, পৃথক হওয়া হারাম

তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধরো, পৃথক হয়ো না।

আল্লাহ নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করেছেন এবং এই ঐক্যের বন্ধন হিসেবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُ

আর তোমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (সূরা আলে-ইমরান : ১০৩)।

একজন মুসলমানের মূল্যঃ

পৃথিবীতে আজ প্রায় ৮০০ কোটি মানুষ। ২০০ কোটির মতো মুসলমান আর বাকি ৬০০ কোটি অমুসলমান। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের কাছে মানুষের ভিন্ন ভিন্ন হক রয়েছে। এবার আমরা একটু জানবো কার নিকট মানুষ কি ধরণের হক পায়।

১. মানুষ হিসেবে হকঃ

মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের উপর হক পায়। সে যে ধর্মেরই হোক না কেন। প্রত্যেক মানুষের উপর ইহসান করা অনুগ্রহ করা সবার দায়িত্ব।

একবার হজরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) একগোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে এক অসহায় বৃদ্ধ তার পেছন থেকে ধরে বসল। ওমর (রা.) বিনয়ের সঙ্গে বললেন, তুমি কোন ধর্মের অনুসারী? সে বলল, ইহুদি। জিজ্ঞেস করলেন, কি দরকার? বৃদধ বললেন, কর মওকুফ, কিছু সাহায্য ও বার্ধক্য ভাতা। ওমর (রা.) তাকে সর্বপ্রথম নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য ও সাহায্য প্রদান করলেন। এরপর বায়তুল মালের হিসাবরক্ষকের কাছে তাকে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, এ এবং তার মতো আরও যত বৃদ্ধ আমাদের দেশে আছে, সবার কর মওকুফ করে দাও এবং খাদ্য ভান্ডার থেকে তাদের সাহায্য কর। এমন ব্যবহার কিছুতেই সমীচীন নয় যে, আমরা তাদের যৌবনের শুল্ক গ্রহণ করে বার্ধক্যে তাদের অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেব? (কিতাবুল খারাজ, আবু ইউসুফ : ১২৬) ।

আমার ওয়াইফের হিন্দু ফ্রেন্ড

২. মুসলমান হিসেবে হকঃ

পৃথিবীর এই ৮০০ কোটি মানুষের মধ্যে ২০০ কোটি মুসলমানের প্রত্যেকের দাম ৬০০ কোটি অমুসলমান থেকে কোটি কোটি গুণ বেশি। কেননা যে ব্যক্তি কালেমা পড়েছে, আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে সে একদিন না একদিন অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

তাহলে এই পর্যায়ে এসে একজন সাধারণ মুসলমান একজন ব্যাক্তির নিকট দুইটা হক পায়:

১. মানুষ হিসেবে, ২. মুসলমান হিসেবে।

একজন মুসলমানের মূল্যঃ

৩. দ্বীনদার মুসলমানঃ

এই ২০০ কোটি মুসলমানের ভিতরে আবার যে মুসলমান নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এদের মূল্য আল্লাহর কাছে সমস্ত মুসলমান থেকে বেশি। এরকম সংখ্যা ধরা যাক ২০ কোটি। কিন্তু এদের অধিকাংশ লোকই দ্বীনের প্রচার প্রসার নিয়ে কোন চিন্তা ভাবনা করে না।

তাহলে এই পর্যায়ে এসে একজন দ্বীনদার মুসলমান তিনটা হক পায়: ১. মানুষ হিসেবে, ২. মুসলমান হিসেবে, ৩. দ্বীনদার হিসেবে।

৪. দায়ী মুসলমানঃ

এদের ভিতর কিছু লোক দ্বীনের ফিকির করে, দাওয়াতের কাজ করে, ইলম প্রচারে কাজ করে। এদের সংখ্যা ধরা যাক ৫ কোটি।

এই লোকগুলোর মর্যাদা আল্লাহতালার কাছে বাকি সবার থেকে বেশি।

তাহলে এই পর্যায়ে এসে একজন দায়ী মুসলমান একজন ব্যাক্তির নিকট ৪টা হক পায়: ১. মানুষ হিসেবে, ২. মুসলমান হিসেবে, ৩. দ্বীনদার হিসেবে, ৪. দায়ী হিসেবে।

আর আমাদের যত মতানৈক্য, পরস্পর বিরোধিতা এই ৪ নম্বর ব্যাক্তি অর্থাৎ এই দায়ী লোকগুলো নিয়ে। আমাদের সমস্ত আয়োজন এই লোকগুলোর ভিতরে কারা হক কারা বাতিল এটা বের করার জন্য। এদের কেই আমরা বলে ফেলি ইহুদীদের দালাল। ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেক সময় আমাদের কাছে এই লোকগুলো অমুসলমানদের থেকেও বেশি খারাপ মনে হয়। অনেক সময় অনেকেই এদের মধ্যে পরস্পর বিয়ে-শাদী দেয়া যাবে কিনা এ নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করে।

এ যেন ব্রাহ্মণ এর সাথে শূদ্রের বিয়ে হচ্ছে। সত্যিই এর চেয়ে দুখের বিষয় আর কি আছে? যে লোকগুলো চারটা হক পায় তাদের হক কিংবা ভালোবাসাতো দূরের কথা তাদের সাথে কথা বলাটাও অনেকসময় গুনাহের কাজ মনে হয়। তাদের জানাজা পড়া যাবে কিনা এই নিয়েও সন্দেহ তৈরী হয়। সত্যিই এর চেয়ে দূর্ভাগ্য মুসলমানের জন্য আর কি হতে পারে?

এর পরেও কি আশা করতে পারি বিজয় আমাদের ধরা দিবে?

মুসলমানদের ভাগ করার জন্যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ঃ

মদীনার জিম্মাদার মাওলানা সাইদ আহমাদ খান সাহেব মাঝেই একটা ঘটনা বলতেন। ঘটনাটা এরকমঃ

একটা বনে তিনটা গরু বাস করতো। একটার রং সাদা, একটার রং কালো, আর একটার রং লাল। তিনটা গরু একসাথে থাকার কারণে ঐ বনের বাঘ, গরুগুলোকে যখন ই আক্রমন করতে চায় তখনই তিনটা গরু একসাথে হওয়ার কারণে আক্রমণ করতে পারে না।

বাঘ মনে মনে চিন্তা করল, গরু গুলোকে যদি আমি আমার মতো করে শাসন করতে চাই তাহলে প্রথম কাজ হলো এদের ঐক্য বদ্ধতাকে ধ্বংস করে দিতে হবে। আলাদা করে দিতে হবে। তাই বাঘ প্রথমে লাল আর সাদা গরুকে গিয়ে বললো দেখো, তোমাদের রং কি সুন্দর আর ওই যে কালো গরুটা ওকে দেখতে কত খারাপ লাগে, ওতো আলাদা জাতের। কালো রঙের গরুটার কারণে তোমাদের গরু সম্প্রদায় সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে।

তাই তোমরা দুজন বনে থাকো কালো গরুর কোন প্রয়োজন নেই। লাল ও সাদা গরুর মনে বিষয়টা বারবার শোনার মাধ্যমে বদ্ধমূল হয়ে গেল। তাই তারা কালো গুরুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো এবং নিজেদের ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করলো। এই সুযোগে বাঘ এক দিন কালা গরুকে খেয়ে নিল কিন্তু বাকি দুটো কোন প্রতিবাদ করল না। মনে মনে ভাবলো যাক আজকে বাতিল খতম হলো। হকের বিজয় হলো।

ঠিক একইভাবে একদিন সাদা গরুটাকেও বাঘ বলল তুমিতো অনেক সুন্দর কিন্তু লাল গরুটা তোমাদের দলের সৌন্দর্যকে নষ্ট করে দিচ্ছে।

লাল এক অশুভ শক্তি। যা তোমাদের এই সম্প্রদায়কে নষ্ট করে দিল। এভাবে সাদা গরুর মনে লাল গরুর প্রতি বিদ্বেষ চলে আসলো।সাদা গুরু লাল গুরুকে শত্রু ভাবা শুরু কররো। নিজেদের মধ্যে ঐক্য নষ্ট হয়ে গেল। এবার সুযোগ বুঝে বাঘটা লাল গরুটা কে খেয়ে নিল। এবার যখন সাদা গরু টা আলাদা হয়ে গেল তখন বাঘের জন্য সাদা

গরুটা খেতেও আর কোনো বাধা থাকল না।

বাঘ যখন সাদা গরুকে আক্রমন করে খাওয়া শুরু করবে এমন সময় সাদা গরু **লা গরুটার ব্যাপারে আমাদের মনে ইখতেলাফ তৈরি করেছিল তখন যদি আমরা ঐক্য বদ্ধ থাকতাম তবে আজকে আমার এই অবস্থা হতো না। এটাই হলো ইহুদি খ্রিষ্টানদের ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি।**

হাসান আল বান্নার ঘটনা

কায়রো থেকে দূরে কোন এক গ্রামের মসজিদে এশার নামাযের পর মুসল্লিদের মাঝে আলোচনা চলছে। এই আলোচনা ঝগড়া ফাসাদে রূপ নেয় এবং ২টা গ্রুপ হয়ে যায়। একদল ৮ রাকাত নামাজ পড়বে আর এক দল ২০ রাকাত।
ঐ মসজিদে নামাজ পড়েছিলেন হাসান আল বান্না।
উনি এই ঘটনা দেখে প্রশ্ন করলেন?
তারাবিহর শরিয়তী বিধান কি? অর্থাৎ এটা ফরজ না সুন্নত?' সমস্বরে সবাই বলে ওঠেন, এটা সুন্নত, এটা সুন্নত। 'খুব ভাল কথা! আচ্ছা, বলুন তো দেখি, ইসলামে মুসলমানদের ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার ব্যাপারে কি নির্দেশ রয়েছে, অর্থাৎ এটা ফরজ না নফল? লোকজন জবাব দেয়, এটা ফরজ, এটা ফরজ।

'হে আমার ভাইয়রা! সুন্নত হলো সেই কাজ, যদি কখনো কোন কারণে তা পরিত্যাগ করা হয় তাহলে ঐ পরিমান গুনাহগার হবে না যে পরিমান গুনাহ হবে ফরজ ত্যাগ করলে

'আল্লাহর রশিকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না'- আল্লাহপাকের এ বাণী আমাদেরকে তার রশি শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেয় এবং বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করে। তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়ার মাধ্যমে মুসলমানদের সাহস ও শক্তি কমে যাবে এবং তাদের প্রভাব বিনষ্ট হয়ে যাবে। বলা হয়েছে, 'তোমরা ঝগড়া বিবাদ করো না। তাহলে তোমরা ব্যর্থ হবে এবং তোমাদের শক্তি ও মানমর্যাদা কমে যাবে।'

তারাবিহ হচ্ছে সুন্নত আর মুসলমানদের ঐক্য হচ্ছে ফরজ। এখন আপনারা বলুন, যে ব্যক্তি একটি সুন্নত প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করে সে ব্যক্তি দ্বীন ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণকামী নাকি শত্রু?' সমবেত জনতা এক বাক্যে বলে উঠে 'শত্রু! শত্রু!' 'আপনাদের শত্রু আপনাদের ঐক্য চায় নাকি অনৈক্য চায়?' 'অনৈক্য।' 'আপনারা ভেবে দেখুন, যে ব্যক্তি রাসুল (সাঃ) এর উম্মতের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করতে চায় সে ব্যক্তিকে (সাঃ)এর সঠিক অনুসারী বলা যাবে নাকি শত্রুর চর বলে অভিহিত করতে হবে?' একজন যুবক উঠে দাঁড়িয়ে আবেগাপ্লুত কন্ঠে বলেন, 'ঐ ব্যক্তি রাসুল আকরামের (সা.) অনুসারী নয়, বরং সে শত্রুর চর।' 'যদি কোনো ব্যক্তি এ ধরনের কাজ করে তাহলে আপনাদের দায়িত্ব তাকে প্রতিহত করা নাকি তার সাথে সহযোগিতা করা?' 'আমরা তাকে প্রতিহত করবো।' 'আমাদের কাছে আট রাকাত বা বিশ রাকাতের সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত নাকি মুসলমানদের ঐক্য?' 'ঐক্য, ঐক্য।'

মুসলমানদের ভাগ করার জন্যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ঃ

তারা পুরো উম্মতকে একবোরে ধ্বংস করবে না। বা পুরো মুসলমানের বিরুদ্ধে কোন মিছিল মিটিং করবে না। বরং পুরো উম্মতের ঐক্য বিনষ্ট করে নিজেরা নিজেরা যাতে ধ্বংস হতে পারে সে ব্যবস্থা করে দিবে।

আবার মাঝে মাঝেই আমরা বলতে থাকি ঐ দলকে ইহুদি খ্রিষ্টানরা লাখ লাখ টাকা দিয়েছে। ইহুদি খ্রিষ্টানরা এত বোকা নয় যে তারা মুসলমানদেরকে টাকা দিয়ে ধ্বংস করব। তাদের বুদ্ধিই আমাদের ধ্বংসরে জন্য যথেষ্ট।
এই এক র্ফমুলা দিয়ে ইহুদি খ্রিষ্টান চক্রান্ত আমাদেরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আর আমরা আজ খুশি হচ্ছি একে অপরকে গালি দিয়ে। আমি হক, অন্যরা বাতিল।
উম্মতের ঐক্য বনিষ্ট করাটাই মুসলমানদের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট।

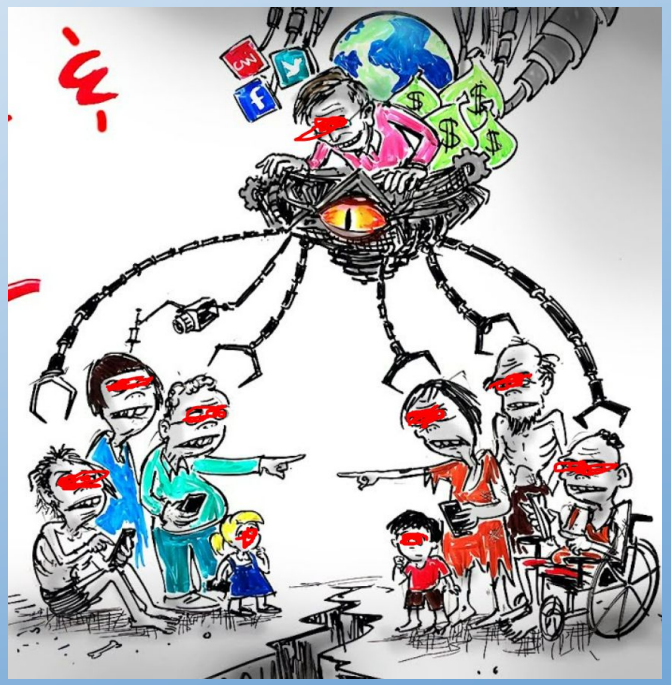

কোন তেল টা সবচেয়ে ভালো?

তেল নিয়ে যেহেতু এত ইখতিলাফ তাহলে তেলই খাবোনা?

আমি যে তেল খাই এইটাই হক বাকিগুলো বাতিল

কোন তেল টা সবচেয়ে ভালো?

বাংলাদেশের দোকাণগুলোতে অনেক ধরনের তেল বিক্রি হয়। যদি জিজ্ঞাসা করা হয কোন তেলটা সবচেয়ে ভালো কেউ বলবে তীর, কেউ বলবে ফ্রেশ, বসুন্ধরা, ইত্যাদি ইত্যাদি।
যে যেটা খেতে পছন্দ করে সে সেটার পক্ষে যুক্তি দাঁড় করাবে এটাই স্বাভাবিক।
প্রশ্ন হলো কিভাবে এই ভিন্নতা এলো। সবইতো তেল। তাহলে আলাদা মতামত কেন? ঠিক যেমনটা আমরা ভাবি ইসলাম তো একটাই তবে এতো ভেদাভেদ কেন? অন্যদিকে কেউ কখনও এমনটি বলেনা তেল নিয়ে এত ইখতেলাফ আমি তেলই খাব না।
প্রথমত একজন ব্যক্তি যখন সংসার শুরু করে তখন তেলের ব্রান্ড সম্পর্কে ধারণা একেবারেই কম থাকে। তখন সে দোকানে গিয়ে বলে ভাই যেটা আপনার কাছে ভালো মনে হয় সেটাই দেন। এইভাবে কয়েক দোকান থেকে ভিন্ন ভিন্ন ব্রান্ডের তেল কিনে এবং নিজের ও পরিবারের শরীরের উপর পরীক্ষা চালায়। একটা পর্যায়ে কি দেখা যায় একটা তেলই আমাদের সংসারের সবার শরীরে সবচেয়ে ভালো কাজ করছে। তারপর ঐ ব্রান্ডকে ফিক্সড করে ফেলে। তবে সমস্যা অন্য যায়গায় এ ব্যক্তি যদি বলে উঠে তেল আমি যে ব্রান্ড খাই ঐইটাই হক আর বাকিগুলো বাতিল, তাহলেতো লোকে তাকে পাগল বলবে।
দ্বীনের বিষয়টাও এমন। নিজেদের পছন্দ কিংবা একজন ব্যাক্তি যাদের সাথে চলাফেরা করে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী একটা দলকে পছন্দ করে। এরপরেই অন্য দলগুলোকে বাতিল ভাবা শুরু করে।
সমস্যাটা এখানেই। কোনো ভাই জোরে আমিন বলবে। কোন ভাই আস্তে আমিন বলবে। কোন ভাই ৮ রাকাত তারাবিহ পড়বে। কোন ভাই ২০ রাকাত তারাবিহ পড়বে। কোন ভাই সবচেয়ে সহিহ হাদিসগুলো নিয়ে আমল করার চেষ্টা করবে। কোন ভাই একজন সাধারন রিকশাআওয়ালা থেকে শুরু করে সবার মাঝে দ্বীন ছড়িয়ে দেওয়া জন্য দাওয়াত ও তাবলীগের মেহেনত করবে। কোন ভাই আবার দেশের শাসন ব্যাবস্থায় যাতে ইসলাম থাকে এজন্য মেহেনত করবে। কোন ভাই জিকিরকে প্রাধান্য দিবে। সবাই আমার ভাই। এরাতো মূলত আমার কাজকেই করে দিচ্ছে।

এবার ছোট একটা প্রশ্ন

আপনি গিয়ে কোন একজন মূফতি সাহেবকে গিয়ে প্রশ্ন করলেন,

আচ্ছা একজন ব্যাক্তি মুসলমানদেরকে ভেজাল তেল বলেছেন, উনার কি ঈমান আছে?

আমাদের মধ্যে যে ইখতিলাফ অনেকাংশেই খন্ডিত বক্তব্য নিয়ে মন্তব্য করার কারনে।

উম্মতের বিজয় দেখতে চাইলেঃ

উম্মতের স্বার্থেই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে উম্মাহর জন্যে এই সময়টা খুবই খুবই সেন্সেটিভ একটা বিষয়। এখন যদি আমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাই তাহলে আমাদের ধ্বংস কেউ ঠেকাতে পারবে না।

খোরাসানের যে বিজয় হলো এই বিজয়ের সবচেয়ে বড় শক্তি কি ছিল?

পুরো পৃথিবীর মুসলমান একটা শরীরের মতনঃ

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন, মুসলিমদের পারস্পরিক ভালোবাসা,প্রেমপ্রীতি এবং সহমর্মিতা দয়া দাক্ষিণ্যতার দৃষ্টান্ত একটা শরীরের মতন। শরীরের কোনো একটা অংশ ,একটা অঙ্গ যদি ব্যতীত হয় শরীরের সমস্ত অঙ্গ ব্যাথায় জর্জরিত ,অনিদ্রা এবং জ্বরে ভোগে।

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের চোখে মুসলিমদের শ্রেনীবিভাগ :

Dr. Israr Ahmad

অ্যামেরিকার সবচেয়ে বড় থিংক-ট্যাঙ্ক
র‍্যান্ড কর্পোরেইশান জানিয়েছে, মুসলমানরা চার ধরণের হয়ে থাকে। সবাই একই জাতের না।

প্রথম শ্রেণী হল: ফান্ডামেন্টালিস্ট , মৌলবাদি মুসলিম: মৌলবাদি হল সেই মুসলিম যে ইসলামকে শুধু ধর্ম মনে করে না, দ্বীন মনে করে। যে মনে করে ইসলাম শুধু কিছু বিশ্বাস, ইবাদত আর আচার-অনুষ্ঠানের নাম না, বরং ইসলাম হল একটি পলিটিকো-সোশিও-একোনমিক সিস্টেম। একটি সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, একটি শাসন ব্যবস্থা। র‍্যান্ডের মতে যারা এমন মনে করে, এরাই হল পশ্চিমের এক নম্বর শত্রু। যেকোন মূল্যে এদের খতম করতে হবে। ইসলামী মৌলবাদিরাই হল পশ্চিমা সভ্যতা, বিশ্বব্যবস্থা আর সংস্কৃতির জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। যারা মূলত দায়ী মুসলমান।

দ্বিতীয় শ্রেণী হল ট্র্যাডিশানালিস্ট :
এরা হলেন এমন সমাজ যারা অন্যের কোন ফিকির করে না। এ জাতীয় মুসলিমদের শুধু মসজিদ, মাদ্রাসা কেন্দ্রিক। এর বাইরে তাদের মধ্যে নিজস্ব অন্য কোন কনসেপ্ট নেই। র‍্যান্ড কর্পোরেশন বলছে, তাই এরা পশ্চিমা সভ্যতার জন্য হুমকি না।

কিন্তু সাবধান! যদি কখনো এরা ফান্ডামেন্টালিস্টদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে বিশাল বিপদ ও ঝামেলার কারণ হবে । কারণ ট্র্যাডিশানালিস্টদের সাধারণ মানুষের ওপর প্রভাব আছে। তাই এরা যদি ফান্ডামেন্টালিস্টদের সাথে একসাথে হয়, তাহলে সেটা অনেক বড় বিপদ।

একারণে এ দুটো শ্রেণীকে একে অপরের কাছ থেকে দূরে রাখতে হবে। আর যারা ট্র্যাডিশানালিস্ট - তাদেরকে নিজেদের মধ্যে মাসলাক-মাযহাব-ফিকহ ইত্যাদি বিভিন্ন তর্কে ব্যস্ত রাখতে হবে। তারা যেন নিজেদের মধ্যেই তর্কাতর্কিতে ব্যস্ত থাকে, সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের চোখে মুসলিমদের শ্রেনীবিভাগ :

তৃতীয় জাতের মুসলিম হল, মর্ডানিস্ট মুসলিম: এরা হল ঐসব লোক যারা ইসলামের নতুন নতুন ব্যাখ্যা করতে চায়। আর এসব নতুন ব্যাখ্যার পেছনে উদ্দেশ্য থাকে ইসলামকে পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থা, পশ্চিমা সভ্যতার সাথে কম্প্যাটিবল, সামঞ্জস্যপূর্ণ বানানোর চেষ্টা। র‍্যান্ডের পলিসি সাজেশান হল - এদের সাহায্য করতে হবে, এদের জন্য ফান্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। আর বিশেষভাবে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে এদের প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ সাধারণ মুসলিমদের কাছে এদের তেমন একটা গ্রহনযোগ্যতা নেই। তাই মিডিয়ার মাধ্যমে এদেরকে বেশি বেশি করে মানুষের সামনে নিয়ে আসতে হবে। যাতে তাদের কথা মানুষের কাছে পৌছে যায় ।

চতুর্থ হল সেক্যুলারিস্ট : এরা প্রথম থেকেই পশ্চিমা ঘরানার। এরা পশ্চিমাদের পকেটেই আছে। পশ্চিমের শিক্ষা এরা আত্মস্থ করে ফেলেছে, হজম করে ফেলেছে। এরা মনস্থির করে ফেলেছে, শাসনের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম হল ধর্ম, আর ধর্ম হল বিশ্বাস, ইবাদাত আর আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি। এরা তো ওদেরই লোক।

ইসলামের বিরুদ্ধে সভ্যতার সংঘাতে জেতার জন্য, পশ্চিমা বিশ্বের প্রতি র‍্যান্ডের প্রেসক্রিপশান হল -
ফান্ডামেন্টালিস্ট ও ট্র্যাডিশানালিস্ট , এই দুটো দলকে দমন করো। এদেরকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে রাখো। আর ট্র্যাডিশানালিস্টদের ব্যস্ত রাখো নিজেদের মধ্যেকার ইখতেলাফে, মতপার্থক্যে।

মর্ডানিস্ট আর সেক্যুলারিস্ট , এই দুটো শ্রেণীকে সবধরনের সাহায্য করো।

এই হল মুসলিমদের ওপর বিজয়ী হবার পলিসি।

_মাওলানা ইসরার আহমাদ রহঃ

ঐক্য নিয়ে হাদিস

দস্তরখানার খাবারের মতন অন্য জাতিরা আমাদের যখন ছিড়ে খাবে

রাসূল (সা:) বলেছেন, এমন একটা যুগ আসবে যে যুগে অন্যান্য জাতিরা চতুর্দিক থেকে তোমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য এমনভাবে একত্রিত হবে, যেভাবে একটি দস্তরখানার মধ্যে খাবার রাখা থাকে আর মানুষরা চতুর্দিক থেকে ওই দস্তরখান থেকে ওই খাবার ছিড়ে ছিড়ে খায়।

এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ যখন মুসলিমদের এমন অবস্থা হবে, মুসলিমদেরকে ছিড়ে ছিড়ে খাবে, তারমানে তখন মুসলিমদের সংখ্যা কম হবে নাকি?"

আল্লাহর নবী (সা:) বললেন, "না, এখনকার থেকে তখন সংখ্যায় অনেক বেশি হবে।"

এখন আমরা সংখ্যায় কম না বেশি? সব থেকে বড় দুঃখের কথা কোথাও সংখ্যাগরিষ্ঠ কোথাও সংখ্যালঘু। যেখানে সংখ্যালঘু সেখানেও আমরা মার খাচ্ছি যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানেও আমরা ভালো নেই। মুসলিমরা কোনো জায়গাতে ভালো অবস্থায় নেই।

আমাদের দুইটি চোখ:

উম্মতরে ঐক্যের জন্য আমাদের করণীয়ঃ

আলহামদুলল্লিাহ, উম্মতের ঐক্য নিয়ে আমরা অনেক কিছু জানলাম। এবার সবচেয়ে বড় কথা হলো এ বিষয়ে আমাদের করণীয় কি?

আল্লাহ আমাদের ২ টা চোখ দিয়েছেন। যদি একচোখ দিয়ে নিজের দোষ দেখি আর অপর চোখ দিয়ে অন্যের গুণ দেখি তাহলেই এই পৃথিবীটা অনেক সুন্দর হয়ে যায়। আর যদি এক চোখ দিয়ে অন্যের দোষ দেখি আর এক চোখ দিয়ে নিজের গুণ দেখি তবেই এই্ পৃথিবীটা হয়ে যাবে অসুন্দর।

এমন কোন ব্যাক্তি নাই বা এমন কোন দল নইে যার মধ্যে কোন ভাল গুণ নাই। আবার ঠিক একই ভাবে প্রতিটি দলইে কিছু খারাপ বিষয়ও চোখে পড়ব। আমরা যদি ভালো গুণ দেখার অভ্যাস করি তবে অবশ্যই সব জায়গায় ভালো বিষয় দেখতে পাবো।

মাছি ও মৌমাছি :

৭৩ দলের ভুল ব্যাখা

রাসূল (সা.) বলেছেন, নিশ্চয়ই বনি ইসরাইলরা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। একটি দল ব্যাতিত সব দল জাহান্নামে যাবে।
সাহাবীরা প্রশ্ন করলো জান্নাতে যাবে তারা কারা, রাসূল (সা.) বললেনঃ আমি এবং আমার সাহাবীরা যে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি পরবর্তী সময়ে যারা আমাদের এই দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তারা সবাই জান্নাতী।

এ পর্যায়ে নাজাতপ্রাপ্ত দলের কিছু সুন্দর বিষয় বা ভালো দিকগুলো তুলো ধরে আমরা ঐক্যের গান গাইবো। হ্যা, হতে পারে এই দলগগুলো মধ্যে কিছু সমস্যা রয়েছে। সমস্যাতো সব যায়গায়ই রয়েছে। আমি কি ব্যাক্তি হিসেবে একজন পারফেক্ট ব্যাক্তি। এমন কি হয়েছে আমার জীবনেও এক ওয়াক্ত নামাজও কাজা হয় নি? যদি আমি আমার সামান্য একটা শরীরকেই হকের রাস্তায় পুরোপুরি পরিচালিত করতে না পারি তবে আমি কিভাবে ভাবি একটা দলের সবাই নিষ্পাপ হয়ে যাবে। অন্যদিকে **অনেক সময়ই আমরা একজন ব্যাক্তির খারাপ গুণকে হাইলাইট করে একটা দলকেই খারাপ বলে ফেলি যেটা ঠিক নয়**। তাহলেতো বিষয়টা এরকম হয়ে যাবে একজন মুসলমান কাউকে খুন করেছে দেখে কি তার জন্য পুরো ইসলাম খারাপ হয়ে যাবে। বিষয়টা এমন নয়।

আহলে সুন্নাত ও জামাতের আকিদা অনুযায়ী নাজাত প্রাপ্ত কিছু দলের বিষয় আলোচনা করা হবে। যদিও আপনাদের কোন না কোন দলের নাম শোনার সাথে সাথেই হয়তো কিছু খারাপ বিষয় মাথায় চলে আসবে। কিন্তু অন্তত ঐক্যরে স্বার্থে শুধু ভালো দিক গুলো নিয়েই আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। যে দলগুলোকে ওলামায় কেরাম হক দল বলেই চিহ্নিত করেছেন। সঙ্গত কারণেই এখানে সরাসরি কোন দলের নাম উল্লেখ না করে আকার ঈঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করা হবে। আশা করি বোঝা কঠিন হবে না।

কিছু ভাই শুধু সহীহ হাদিসগুলোর উপর আমল করেন

মাশাআল্লাহ উনাদের সহীহ হাদিসের আমলের কারণে সমাজে অনেক পরিবর্তন এসেছে। এক সময় আমাদের সমাজে অনেক প্রচলিত বিদাত ছিল। এই সমস্ত ভাই ও ওলামায় কেরামের যৌথ চেষ্টায় যেগুলো থেকে আমাদের সমাজ অনেক খানি বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। আবার আমরা সবাই যদি শুধু ২০ রাকাত তারাবিহ পড়ি, তবে আল্লাহর রাসূল (সা.) এর যে ৮ রাকাত তারাবীর আমলও ছিল, সেটা সবার থেকে হারিয়ে যেত। হানাফী মাজহাব অনুসরণকারী ভাইয়েরা সবাই যখন রাসূল (সা.) এর আস্তে আমিন বলার সুন্নাতের উপর আমল করছেন। তখন কিছু ভাই যদি রাসূল (সা.) এর আর একটা সুন্নাত জোরে আমিন বলার সুন্নাতের উপর আমল না করতো তবে এই সুন্নাতটাও সমাজ থেকে হারিয়ে যেত। এই সমস্ত ভাইদের উপস্থিতিতে মসজিদে কত সুন্দর লাগে, যখন পুরো মসজিদে জোরে আমিনের সুরের ঝংকার একসাথে বেজে উঠে। আল্লাহু আকবার। যে দৃশ্য সত্যিই উপভোগ করেছেন যারা হজ অথবা উমরাহর জন্য মাসজিদুল হারমের মধ্যে নামাজ আদায় করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন মাজহাবের বিষয়গুলোও ইসলামের একটা সৌন্দর্য। রাসূলের প্রত্যেকটা আমলকেই আল্লাহ পছন্দ করতেন। সারা পৃথিবীতে যদি একটাই মাজহাব থাকতো, তবে হয়তো রাসূলের অনেক আমল পৃথিবী থেকে হারিয়ে যেত। যেটা আল্লাহ চান নাই। তাই আল্লাহ ভিন্ন ভিন্ন মাজহাব ও মানহাজ দ্বারা রাসূলের সবগুলো আমলই জীবিত রেখেছেন। অন্যদিকে এই ভাইদের, যারা চেষ্টা করছেন সহীহ হাদিসের উপর আমল করার জন্য ও সালাফে সালেহিন এর আকিদা অনুযায়ী চলার জন্য। এই ভাইদের অধিকাংশ আমলই হাম্বলী মাজহাবের আমল। শুধু কয়েকটি আমল (যেমনঃ তারাবির নামাজ হাম্বলী ভাইয়েরা হারমে ২০ রাকাত পড়েন) বাদ দিয়ে। আর হাম্বলী মাজহাব মূলত আরব ও এর আশে পাশে দেশগুলোতে অনুসরণ করা হয়। আল্লাহ এই ভাইদের মেহেনতকে কবুল করুন। আমিন।

হানাফী মাযহাব ও দেওবন্দ মাদ্রাসা

আমাদের উপমহাদেশের অধিকাংশ লোকই হানাফী মাজহাব অনুসরণ করেন । অন্যদিকে ব্রিটিশরা যখন এ উপমহাদেশের শত শত ওলামায় কেরাম ও মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য সমস্ত নীল নকশা বাস্তবায়নের চেষ্টায় ব্যাস্ত সেই সময় প্রতিষ্ঠিত হয় দেওবন্দ মাদ্রাসা।
কাশেম নানুতুবি রহ: দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।
এছাড়া ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনগুলোর সূচনাও হয়েছিল দেওবন্দ মাদ্রসা কেন্দ্রীক উলামায় কেরামদের মাধ্যমে।

দেওবন্দ মাদ্রাসার সিলেবাস অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কওমি মাদ্রাসা ও লক্ষ উলামায় কেরাম। আল্লাহু আকবার। এতবড় বিষয়, এতবড় কবুল মেহেনত সম্বর্কে লেখতে এরকম সাধারণ একজন অধম লেখকের বুক কাঁপবে এটাই স্বাভাবিক।
আজকে আমাদের বাংলাদেশের মসজিদগুলোতে যে ইমামের পিছনে নামাজ পড়ছি, যে খতিব সাহেবের বয়ানে দ্বীনের খোরাক পাচ্ছি সবই প্রত্যাক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেওবন্দ মাদ্রাসার মেহেনতের ফসল। আল্লাহ দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানুতুবি (রহ.) এর কবরকে জান্নাতের নূরে নুরানী করে দিক। এবং উনাদের কাজ এবং ফিকিরের কিছু অংশ হলেও আমাদের মাঝে দিয়ে দিক। আমিন।
মাজহাবের ক্ষেত্রে যে দেশে যে মাজহাবের বেশি ওলামায় কেরাম সেটা সুবিধাজনক

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত

ইলিয়াস রহ. দেখলেন, সমস্ত বড় বড় মাদ্রাসা, বড় বড় প্রতিষ্ঠান যখন লক্ষ লক্ষ আলেম, হাফেজ, দ্বীনদার তৈরীতে ব্যাস্ত কিন্তু তখন একজন রিকশাওয়ালা কিংবা একজন সাধারণ কৃষককে কে দ্বীনের পথে নিয়ে আসবে?

আমার মত অধম প্রকৌশলী কিংবা একজন ডাক্তারদের কে দ্বীনের পথে নিয়ে আসবে? কে এই শ্রেণীকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবে?। কে দাওয়াত বা তাবলীগের কাজ করবে?

এরকম চিন্তা থেকেই ১৯২৬ সালে মাও. ইলিয়াস রহ. ভারতের মেওয়াতে প্রথম কিছু দিনমজুরকে দৈনিক হাজিরার টাকা দিয়ে এই কাজ শুরু করেন।

লক্ষ লক্ষ সাধারন মানুষকে দ্বীনের উপর নিয়ে আসার ব্যাপারে এই দলের যে অবদান সেটা কি এই ছোট বইয়ের এক প্যারায় লিখে শেষ করা সম্ভব?

পৃথিবীর এমন কোন দেশ সম্ভবত নেই যেখানে এই দাওয়াত মেহেনত মানুষ করছে না। নিজের টাকা দিয়ে, নিজের সময় নিয়ে আল্লাহর এই বান্দারা দেশে দেশে ঘুরছে আর একজন ভাইকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য। এটাইতো নবীদের কাজ ছিলো, সাহাবীদের কাজ ছিল। আমি যখন এই লোকগুলোর সমালোচনা করবো তখন একবার আমার নিজের কাছে প্রশ্ন করা দরকার আমার দাওয়াতের দ্বারা কতজন লোক পরিবর্তন হয়েছে? আর এই লোকগুলোর মাধ্যমে আজ কত লক্ষ লক্ষ লোক দ্বীনের কাজ করছে। আজকে পাকিস্তানের তারিক জামিল কোন মেহেনতের ফসল, জুনায়েদ জামসেদ কোন মেহেনতের ফসল, সাইদ আনোয়ার কোন মেহেনতের ফসল? আল্লাহু আকবার।

আল্লাহ এই দলটিকে সাহাবাদের মেহেনতের জন্য কবুল করেছেন এবং এই দলের প্রচার প্রসার আরো বাড়িয়ে দিক।

জিকিরের মেহনত

আমাদের দেশে বা সারা বিশ্বেই জিকিরের মেহেনত রয়েছে। শত মানুষ জাকেরিনদের দ্বারা দ্বীন পাচ্ছেন। শত শত মানুষ গুনাহ থেকে ফিরে আসছেন। আমি আপনি উনাদের সমালোচনা করছি। হয়তো উনাদের মাহফিলে দুই একজন লোক না বুঝার কারনে কিছু পাগলামী করছে। যে পাগলামীটাকে পুঁজি করে আমি পুরো দলকেই বাতিল বলে দিচ্ছি। আপনি কখনও উনাদের মাদ্রাসায় গিয়েছেন? বা কখন উনাদের মাহফিলে গিয়েছেন। এই গুনাহগারকে আল্লাহ এই মাদ্রাসাগুলোতে এবং মাহফিলগুলোতে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সত্যিই চোখের পানি ধরে রাখতে পারবেন না। যখন দেখবেন মাদ্রাসাগুলোতে হাজার হাজার ছাত্র পড়াশোনা করছে, মাহফিলগুলোতে লক্ষ লক্ষ লোকের দ্বীনের খোরাক পাচ্ছে। এত সুন্দর জান্নাতের বাগান। আহ! আমাদের মত গুনাহগারদের দ্বারা কি আল্লাহ এই সমস্ত খেদমতের কোটিভাগের একভাগ খেদমতও কি নিবেন? এই দলগুলোর সমালোচনা করার জন্য একবার হলেও মাদ্রাসা ও মাহফিলগুলোতে ঘুরে আসবেন। এরপর সমালোচনা যুক্তিযুক্ত হবে।

পীর ও এসলাহী মেহনত

আমি ভন্ড পীরের কথা বলছি না। আমি বলছি না দেওয়ানবাগির মত ভন্ড পীরের কথা। বলছি সেই আল্লাহর পাগলদের কথা, যাদের দ্বারা হাজার হাজার মানুষ আল্লাহর প্রেমের স্বাদ পেয়েছেন। হাজার হাজার মানুষ জান্নাতী হয়েছে। আমাদের দেশে বর্তমান সময় ভন্ড পীরদের ভন্ডামির বিষয়গুলো এত হাইলাইট হয়েছে, আমরা পীর বলতেই ভন্ড কিছু একটু বুঝি। কিন্তু বিষয়টা এমন নয়। পীর মানে শিক্ষক। যিনি আল্লাহর সাথে সম্বর্ক করার জন্য একজন বান্দাকে সংশোধনের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আমাদের এই উপমহাদেশে দ্বীনের প্রবেশ ঘটেছেই এই পীরদের দ্বারা। হযরত শাহজালাল (রহ.) এবং হযরত শাহপরান (রহ.) উনারাও পীর ছিলেন, আল্লাহর ওলী ছিলেন। আল্লাহ এই সমস্থ আল্লাহর আশেক বা প্রেমীকদের মেহেনতকে কবুল করুন। আমিন।।

হিন্দুস্থানের একজন আন্তর্জাতিক দাঈ ও ডাক্তার

একজন আন্তর্জাতীক দায়ী যিনি হিন্দুস্থানের শত শত অমুসলমানকে ইসলামের ছায়ায় নিয়ে এসেছেন। যিনি অমুসলমানদের সাথে ডিবেটের মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য সবার সামনে ফুটিয়ে তুলেন। যিনি বিজ্ঞানের কঠিন কঠিন শব্দকে উম্মতের মাঝে কোরআনের সাথে মিলিয়ে এত সুন্দর করে উপস্থাপন করেন যার দ্বারা শত লোক মুসলমান হয়ে যায়। সারা বিশ্বে মুসলমানরাই যে সন্ত্রাসী নয় বরং মিডিয়া মুসলমানদের সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচয় করে দিয়েছে এ বিষয়গুলো এত সুন্দর করে উনি দেখায় যা হাজারও মুসলমান ও হাজারও অমুসলমানের চোখ খুলে দেয়। যাকে একসময় হিন্দুস্থানের কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর আন্দোলনের মুখে হিন্দুস্থান থেকে বের করে দেওয়া হলো। ছাড়তে হলো প্রিয় স্বদেশকে। হয়ে গেলেন ভিন দেশের অধিবাসী। এরপরও আমাদের কিছু ভাইয়েরা এই প্রাণের প্রিয় ভাইটিকে দেখতে পারে না। কেন এই শত্রুতা? কেন এই উম্মতের মধ্যে বিভাজন। আমিতো মনে করি ঐ ব্যাক্তির জুতার ধুলার সমান যোগ্যতা বা ফিকিরও এই অধম লেখকের নাই।

আর তার সম্বর্কে সমালোচনা করার কি আমি কি যোগ্যতা রাখি? হাতির সমালোচনা হাতিই করতে পারে, পিঁপড়া নয়।

এই ভাইয়ের সমালোচনা করার আগে অন্তত উনার কয়েকটা ভিডিও লেকচার শুনে নিন। ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে মিল ও সাদৃশ্য, কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান, ইজ টেররিজম এ মুসলিম মনোপলি, সিমিলারিটিজ বিটউইন ইসলাম এন্ড খ্রিষ্টিয়ানিটি। উনার কাছ থেকে আমাদের মাসলা মাসায়েল নেওয়ার প্রয়োজন নেই যেই মাযহাব ভিত্তিক কিছু ভিন্নতা রয়েছে। তবে উনার দাওয়াতী ফিকির অবশ্যই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।

দেশে যেন ইসলামী অনুশাসন চালু থাকে এজন্য কিছু দল কাজ করে যাচ্ছেন

আলহামদুলিল্লাহ রাজনীতি যাতে জাহান্নামের দিকে চলে না যায় এ জন্য কিছু ভাইয়েরা কাজ করে যাচ্ছেন। এই ভাইয়েরা না থাকতো তবে রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে হয়তো ইসলামকে মুছে ফেলা সহজ হতো। এই ভাইয়েরা থাকার ফলেই দেশে ইসলাম বিরোধী আইন হতে পারছে না। এরাও আমাদের ভাই। এদের নিরাপত্তার জন্য দোয়া করা এটাও আমাদের মৌলিক দায়িত্ব।

দৃষ্টিকে সুন্দর করা

অনেকগুলো দলের মধ্যে সামান্য কয়েকটা দলের ভালো কিছু বিষয় আলোচনার একটাই উদ্দেশ্য আমরা যাতে ঠিক এইভাবে পুরো উম্মতের ভালো গুণগুলো দেখে পুরো উম্মতকে ভালোবাসতে পারি।
বাজার থেকে যখন আমরা একটা কাপড় কিনে আনি, কাপড়টা খারাপ হলে এই কাপড়টাকে ভালো বানানোর জন্য অনেকগুলো যুক্তি খুঁজতে থাকি। আমার সন্তান যেমনই হোক তাকে আমার কাছে ভালো লাগে। কেননা তার পিছনে আমার মেহেনত হয়েছে। দোয়া কান্নাকাটি হয়েছে। ঠিক একই ভাবে আমার উম্মতের সবাইকে কেন ভালো লাগে না। কারণ আমি কোনো দিন পুরো উম্মতের জন্য দোয়া করি নাই। আমার চোখের পানি উম্মতের জন্য পড়ে নাই।
আজকে লক্ষ লক্ষ লোক জাহান্নামের দিকে দৌঁড়ে দৌঁড়ে যাচ্ছে ।
অন্যদিকে দল ছাড়া বকরির পালকে সহজেই বাঘে খেয়ে ফেলে। এজন্য যে ব্যাক্তি কোন একটা দলের সাথে রয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ এই ব্যাক্তির অন্যদের থেকে হেফাজতে আছে। আমরা এই লোকগুলো নিয়ে টানাটানি না করি। বরং এখনও কোটি কোটি লোক বাকি রয়েছে। যারা দ্বীনের কোন শাখার মধ্যেই নাই। আমরা তাদের উপর মেহেনত করি।

সবাই আমার ভাই। প্রতিটি দলের মাধমেই শত শত লোক দ্বীনের উপর আসছে। যেটা আমার একার পক্ষে বা একটা দলের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কোন একটি দল যতক্ষন সরাসরি শিরক ও কুফরে লিপ্ত না হবে ততক্ষন আমি ঐ দলকে বাতিল বলতে পারি না। যতক্ষন কোন দল সরাসরি শিরক বা বেদাতে লিপ্ত না হবে ততক্ষন কে আমাকে অধিকার দিয়েছে একজন দায়ী মুসলনামকে বাতিল বলার। আমার বুক কি একটওু কাঁপে না?
আল্লাহ আমাদের এই ক্রান্তিলগ্নে পুরো উম্তকে এক হওয়ার তৌফিক দান করুক। আমিন

হানাফী
মালিকী
শাফেয়ী
হানবালী
আহলে হাদিস
সালাফী

কোন দল সম্পর্কে যদি আমার গীবত করতে যদি খুব ইচ্ছা হয় তবে ২ টি শর্ত অনুযায়ী করতে পারেন:

ক. আমার/ আপনার মৃত্যুর পর জান্নাতে গিয়ে যদি দেখতে পারি তিনি নিশ্চিত জাহান্নামী হয়ে গেছেন। তখন গীবত করতে পারেন।

খ. গীবত করতে পারি যদি উনার দল বা উনি যা পজিটিভ করে গিয়েছেন তার অর্ধেক কাজ যদি আমি করতে পারি। ধরা যাক উনার গ্রুপের দ্বারা ৫০ জন লোক দ্বীনের উপর এসেছেন, আমার দ্বারা যদি ২৫ জন লোক দ্বীনের উপর আসে তখন গীবত করতে পারবেন। কিন্তু আপনি যখন কাজ শুরু করবেন, কাজের মানুষ হয়ে যাবেন তখন আর গীবত করার সাহস পাবেন না। গীবত সেই করে যার কোন কাজ নেই।

নিয়ত

১. আমি আমার মৃত্যু পযন্ত উম্মতের ঐক্যের জন্য কাজ করে যাবো, কমপক্ষে উম্মতের বিভাজনে ঘি ঢালবো না।

২. কোন দিন কোন দল বা ব্যাক্তি সম্পর্কে গীবত করবো না ।

৩. কোন দলের বিরুদ্ধে কোন নেগেটিভ বিষয় শুনলে যাচাই বাছাই এবং সরাসরি তার কাছে গিয়ে, তার মুখ থেকে না না শোনা পযন্ত তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করবো না।

৪. আর যারা অনলাইনে বা অফলাইনে উম্মতের মধ্যে ফাটল ধরার বিষয় আলোচনা বেশি করে, ও বাতিল, ও কাফির এই ধরনের কথা বেশি বলে তাদের বক্তব্য এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবো।

উম্মতের ঐক্য
উলামায় কেরামের অভিমত

https://youtu.be/0kHz4dvEb3Q

Assignment:
http://tiny.cc/dawah_fiqr